কালের কণ্ঠ

14 MAR 2017

হাইকোর্টের রুল

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি কেন অবৈধ নয়

ভিকারুননিসার বর্ধিত ফি স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অ্যাডহক কমিটি গঠনের বিধানসংবলিত আইনের ধারা কেন অসাংবিধানিক হিসেবে বাতিল করা হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। শিক্ষাসচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ঢাকা জেলা প্রশাসকসহ ৯ জনকে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে অ্যাডহক কমিটির নির্ধারণ করা রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত ফি আদায় এক বছরের জন্য স্থগিত করেছেন আদালত।

গতকাল সোমবার বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি কাজী মো. ইজারুল হক আকন্দের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. ইউনুছ আলী আকন্দের করা এক রিট আবেদনে এ আদেশ দেওয়া হয়। আদালতে রিট আবেদনকারী নিজেই শুনানি করেন। এ সময় রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইসরাত জাহান। ইউনুছ আলী আকন্দ সাংবাদিকদের জানান, ভিকারুননিসা স্কুল পর্যায়ে মাসিক ৩০০ ও কলেজ পর্যায়ে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বেতন বাড়িয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বার্ষিক ৫০০ টাকা হারে হিতৈষী ভাতা নিয়ে থাকে। অ্যাডহক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বর্ধিত ফি নিচ্ছে স্কুলটি। এ কারণে রিট আবেদন করা হয় গত ৭ মার্চ।

ইউনুছ আলী আকন্দ বলেন, ১৯৬১ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যাদেশে অ্যাডহক কমিটি গঠনের কোনো বিধান ছিল না। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা প্রবিধানমালা-২০০৯-এর ৩৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্র মতো ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে উহা সঠিকভাবে গঠিত না হলে বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হলে অনধিক ছয় মাসের জন্য অ্যাডহক কমিটি গঠিত হবে।'